দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

2 JUL 1989
তা… পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

ভুয়া মাদ্রাসার নামে বিদ্যালয়ের জমি বেদখল

।। রুকুনউদ্দৌলাহ ।।

আবদুল খালেক, আনোয়ার হোসেন, জালাল উদ্দীন ও শের আলী। ৪ জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সরকারী হবে এ আশা নিয়ে একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে এক প্রকার বিনাবেতনে কাজ করে আসছিলেন।

মনিরামপুর উপজেলার রোহিতা ইউনিয়নের বাগডোব-নওয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ওই ৪জন। সরকারী করণের প্রাথমিক কাজ রেজিস্ট্রেশনও হয়েছিল বিদ্যালয়টির। কিন্তু একটি বিশেষ মহল বিদ্যালয়ের ভবন ও জায়গায় জমি দখল করে নিয়ে একটি দাখিল মাদ্রাসা করায় তাঁদের দীর্ঘদিনের শ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। সুবিচারের আশায় তাঁরা এখন বিভিন্ন মহলে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বাগডোব-নওয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে স্থাপিত হয় নিজস্ব ৭১ শতক জমির ওপর। '৭২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ও '৭৪ সালের ২৫শে মে বাগডোব মৌজার ৫৪৭নং দাগের সবটুকু জমি বিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। '৮৭ সালের জরিপে ওই জমি বিদ্যালয়ের নামে নতুন করে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে চলে আসছিল। একই সাথে চলছিল সরকারীকরণের প্রচেষ্টা। সরকারীকরণের প্রাথমিক কাজ রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল এবং ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে সরকারী বইপত্র পেয়েছিল।

বিদ্যালয়ের খাতাপত্রে দেখা যায় '৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি চলার পর ২৮শে এপ্রিল থেকে ৬ই জুন পর্যন্ত সরকারী ছুটি তালিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি বিদ্যালয় খোলার দিন ৭ই জুনে দেখা যায় সেখানে বাগডোব-নওয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা নামে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দখল কায়েম হয়েছে। এদিকে মাদ্রাসার নামে বাগডোব মৌজার ৫৪৭ নং দাগের যে জমির দলিল দেখানো হয়েছে তা ভুয়া।

শিক্ষা বিভাগের খুলনা বিভাগীয় উপপরিচালক সরেজমিনে তদন্তে আসলে বাগডোব দাখিল মাদ্রাসা স্থাপনের কারচুপি ধরা পড়ে।